BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120023

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

নারীর কণ্ঠস্বর ও মানবিকতা : শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্রের বিশ্লেষণ

Sumana Das

Ph.D. Research Scholar, Department of Bengali, Dhammadipa International Buddhist University

সারসংক্ষেপ (Abstract)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্র এক অনন্য মানবিক ও বাস্তব রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে নারীরা কেবল পারিবারিক বা সামাজিক পরিসরের অন্তর্গত চরিত্র নয়, বরং তারা নিজেদের অনুভূতি, বেদনা, প্রতিবাদ ও আত্মমর্যাদার কণ্ঠস্বর বহনকারী স্বতন্ত্র সত্তা। 'দেবদাস'-এর পার্বতী, 'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মী, 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী কিংবা 'গৃহদাহ'-এর অচলা—প্রতিটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র নারীর মানসিক জটিলতা, আত্মসংঘাত ও সমাজনির্ধারিত সীমাবদ্ধতাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্যে নারীর মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে প্রেম, ত্যাগ, সহনশীলতা ও প্রতিবাদের বহুমাত্রিক রূপে। একই সঙ্গে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা ও নারীর প্রতি সামাজিক অবিচারকে স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করেছেন। এই প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্মে নারীর কণ্ঠস্বর ও মানবিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, তিনি নারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নয়, বরং গভীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের জীবনবাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে নারীমুক্তি ও মানবতাবাদের এক শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

Keywords : *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারীচরিত্র,নারীর কণ্ঠস্বর,মানবিকতা,পুরুষতান্ত্রিক সমাজ।*

Introduction:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক অনন্য নাম, যিনি মানবজীবনের গভীর বেদনা, প্রেম, সামাজিক বৈষম্য ও নৈতিক দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। বিশেষত তাঁর সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্রের উপস্থাপন বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র এমন এক সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, যেখানে নারী ছিল অবহেলিত, নিপীড়িত ও সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ। সেই সমাজে নারীর অনুভূতি, আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিসত্তাকে সাহিত্যে প্রকাশ করা ছিল এক সাহসী সাহিত্যিক উদ্যোগ।

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র কেবল প্রেমিকা, স্ত্রী বা ত্যাগমূর্তি রূপে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। পার্বতী, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী কিংবা অচলার মতো চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে লেখক নারীর মানসিক জটিলতা, আত্মসংঘাত ও মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এসব নারীচরিত্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও দ্বিচারিতাকে উন্মোচন করে পাঠককে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

এই প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তিনি নিজেকে কোনও নির্দিষ্ট মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ করেননি। বরং মানবিকতার আলোকে নারীর জীবনবাস্তবতাকে তুলে ধরাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। তাঁর সাহিত্যে নারীর কণ্ঠস্বর কখনও প্রতিবাদী, কখনও বেদনাহত, আবার কখনও নিঃশব্দ সহনশীলতায় ভর করে সমাজের অসংগতিকে প্রশ্ন করে।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত সাহিত্যকর্মের আলোকে নারীচরিত্রের মানবিকতা ও কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র নির্মাণে তাঁর অবদান ও সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

Background (পটভূমি)

উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সমাজ ছিল গভীর সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিক নিয়মে আবদ্ধ। নারীর সামাজিক অবস্থান তখন সীমিত ছিল গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকায়; শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। বিধবা বিবাহের নিষেধ, বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষার অভাব ও সামাজিক কলঙ্ক নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন।

সমসাময়িক বহু সাহিত্যকর্মে নারীকে আদর্শ, দেবী বা নিছক ত্যাগের প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও শরৎচন্দ্র সেই ধারার বাইরে এসে নারীর বাস্তব জীবনযন্ত্রণা ও মানসিক দ্বন্দ্বকে সাহিত্যের কেন্দ্রে স্থাপন করেন। তিনি সমাজসংস্কারক না হয়েও সমাজবাস্তবতার এক সংবেদনশীল ভাষ্যকার হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত জীবন—গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা, দারিদ্র্য ও সামাজিক অবহেলা প্রত্যক্ষ করা—তাঁর নারীভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এই পটভূমিতে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র কেবল কল্পনার সৃষ্টি নয়; তারা সমকালীন সমাজের বাস্তব প্রতিনিধি। পার্বতী, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী কিংবা অচলার মতো চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি নারীর মানবিক কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বাংলা সমাজে নারীচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে ওঠে।

Objectives of the Study (উদ্দেশ্যসমূহ)

1. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্রের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করা।
2. তাঁর সাহিত্যে নারীর কণ্ঠস্বর ও আত্মপ্রকাশের রূপ অনুধাবন করা।
3. নারীচরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত মানবিক মূল্যবোধ ও সহানুভূতির দিকগুলো চিহ্নিত করা।
4. পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি শরৎচন্দ্রের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা।
5. বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র নির্মাণে শরৎচন্দ্রের অবদান মূল্যায়ন করা।

Significance (গুরুত্ব) —

“নারীর কণ্ঠস্বর ও মানবিকতা : শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্রের বিশ্লেষণ” শীর্ষক গবেষণার গুরুত্ব বহুমাত্রিক। প্রথমত, এই গবেষণা বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্রের বিকাশধারা অনুধাবনে সহায়ক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সময়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন, সে সময় নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল সীমাবদ্ধ ও অবহেলিত। এই গবেষণার মাধ্যমে বোঝা যায় কীভাবে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যকর্মে নারীর অন্তর্লোক, বেদনা ও আত্মমর্যাদাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, এই গবেষণা নারীবিষয়ক সামাজিক চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীচরিত্রের কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অসংগতি ও বৈষম্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়, যা সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তৃতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে এই গবেষণার তাৎপর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পাঠ শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধ, লিঙ্গসমতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সর্বোপরি, এই গবেষণা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কেবল সাহিত্যিক হিসেবে নয়, বরং মানবতাবাদী সমাজচিন্তক হিসেবে মূল্যায়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

Methodology of the Study (গবেষণা পদ্ধতি)

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটগল্প—যেমন *দেবদাস, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, পল্লীসমাজ* ইত্যাদি—প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাঠ্য বিশ্লেষণ (Textual Analysis) ও তুলনামূলক সাহিত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীচরিত্রের মানসিকতা, সামাজিক অবস্থান ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক (Thematic) বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর কণ্ঠস্বর, প্রতিবাদ ও সহনশীলতার দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

Discussion (আলোচনা)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্রের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টি গুরুত্ব পায় তা হলো—নারীর কণ্ঠস্বরের স্বতঃস্ফূর্ততা ও মানবিক গভীরতা। তাঁর সৃষ্ট নারীরা সমাজের প্রথাগত কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও সম্পূর্ণ নীরব বা নিষ্ক্রিয় নয়। বরং তারা তাদের বেদনা, প্রেম, ক্ষোভ ও আত্মসম্মানকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করে। এই কণ্ঠস্বর কখনও প্রকাশ্য প্রতিবাদে, আবার কখনও নীরব সহনশীলতার মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে।

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বাস্তবতা। পার্বতীর প্রেম ও ত্যাগ, রাজলক্ষ্মীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনচেতা মনোভাব, কিরণময়ীর সামাজিক কলঙ্কের বিরুদ্ধে অবস্থান কিংবা অচলার আত্মসংঘাত—এসব চরিত্র কল্পনার অতিরঞ্জন নয়, বরং সমকালীন সমাজের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। লেখক নারীদের দেবী বা নিছক ত্যাগমূর্তি হিসেবে আদর্শায়িত করেননি; বরং তাদের দুর্বলতা, দ্বিধা ও ভুলকেও স্বীকার করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীচরিত্রকে আরও মানবিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি শরৎচন্দ্রের সমালোচনামূলক মনোভাব। তাঁর সাহিত্যে পুরুষ চরিত্ররা প্রায়শই সামাজিক নিয়মের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত, যারা অজান্তেই বা সচেতনভাবে নারীর প্রতি অবিচার করে। এর বিপরীতে নারীচরিত্রগুলো সমাজের অন্যায় নিয়মের শিকার হয়েও মানবিকতা ও নৈতিকতাকে আঁকড়ে ধরে। এর মাধ্যমে লেখক সমাজের দ্বিচারিতা ও নারীবিরোধী মানসিকতাকে উন্মোচিত করেছেন।

তবে শরৎচন্দ্রের নারীবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, তাঁর নারীচরিত্রে অতিরিক্ত সহানুভূতি ও আবেগ নারীর স্বাধীনতার ধারণাকে সীমিত করে। অন্যদিকে, অনেক গবেষকের মতে এই সহানুভূতিই ছিল তাঁর শক্তি, যা নারীর জীবনবাস্তবতাকে গভীর মানবিকতায় উদ্ভাসিত করেছে। তাই বলা যায়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নারীবাদী মতবাদের সরাসরি প্রতিফলন না হলেও নারীর মানবিক অধিকার ও মর্যাদার পক্ষে এক শক্তিশালী সাহিত্যিক দলিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারীচরিত্র ও নারীর কণ্ঠস্বর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র নির্মাণে এক যুগান্তকারী সাহিত্যিক। তাঁর রচনায় নারী কেবল পার্শ্বচরিত্র নয়; বরং সমাজবাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থানকারী এক জীবন্ত সত্তা। তিনি নারীর দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম, মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রেম-বেদনা ও আত্মমর্যাদাকে গভীর মানবিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। ফলে তাঁর নারীচরিত্রগুলো আদর্শায়িত নয়, বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নারীর কণ্ঠস্বর কখনও প্রকাশ্য প্রতিবাদে, কখনও নীরব সহনশীলতায় ধ্বনিত হয়। পার্বতী, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী বা অচলার মতো চরিত্রদের মাধ্যমে তিনি নারীর অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশের অধিকারকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেন। এই কণ্ঠস্বর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যায় নিয়ম, সামাজিক দ্বিচারিতা ও নারীর প্রতি অবিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, শরৎচন্দ্র নারীর কণ্ঠস্বরকে করুণা বা পক্ষপাতিত্বের চোখে দেখাননি; বরং মানবিকতা ও ন্যায়বোধের আলোকে নারীর জীবনবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। এই কারণে তাঁর নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে নারীর মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সচেতনতার এক শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

মানবিকতা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে মানবিকতা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ—এই দুই ধারণা পরস্পরের বিপরীত মেরু হিসেবে উপস্থিত। তাঁর রচনায় মানবিকতা মূলত নারীর অনুভূতি, আত্মমর্যাদা, সহানুভূতি ও নৈতিক বোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর উপর আরোপিত সামাজিক নিয়ম, ক্ষমতার অসমতা ও বৈষম্যের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শিকার হয়েও মানবিক গুণাবলি অটুট রাখে। তারা সমাজের নিষ্ঠুরতা, অবহেলা ও অন্যায়ের মুখোমুখি হয়, কিন্তু তবুও প্রেম, ত্যাগ ও সহমর্মিতার মাধ্যমে নিজেদের মানবিক সত্তা প্রকাশ করে। এই মানবিকতা কেবল আবেগপ্রবণতা নয়; বরং তা নৈতিক প্রতিবাদ ও আত্মসম্মানের এক নীরব শক্তি।

অন্যদিকে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এক সংকীর্ণ ও দ্বিচারী রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক সম্মান, ধর্মীয় বিধি ও তথাকথিত নৈতিকতার নামে নারীকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করার প্রবণতা তিনি তীব্রভাবে উন্মোচিত করেছেন। পুরুষ চরিত্রদের অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়মের বাহক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যারা নারীর মানবিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে।

এই প্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য মানবিকতার পক্ষাবলম্বন করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এক নৈতিক প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। তাঁর রচনায় মানবিকতাই শেষ পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাব্য পথ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

Social Value (সামাজিক মূল্য)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্রের উপস্থাপন সমাজে গভীর সামাজিক মূল্য বহন করে। তাঁর সৃষ্ট নারীরা কেবল ব্যক্তিগত বেদনা বা প্রেমের প্রতীক নয়; বরং তারা সমকালীন সমাজব্যবস্থার বৈষম্য, অন্যায় ও নৈতিক সংকটের মুখপাত্র। এই নারীচরিত্রগুলোর মাধ্যমে লেখক নারীর সামাজিক অবস্থান, অধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্নকে কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসেন, যা সমাজচেতনাকে জাগ্রত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের অন্যতম সামাজিক মূল্য হলো সহানুভূতি ও মানবিকতার বিকাশ। তাঁর নারীচরিত্র পাঠকের মনে নারীর প্রতি সহমর্মিতা সৃষ্টি করে এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। সমাজে প্রচলিত নারীবিরোধী রীতি, যেমন বিধবা জীবনের অবমাননা, সামাজিক কলঙ্ক, নারীস্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ফলে পাঠক সমাজের অন্যায় নিয়ম নিয়ে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়।

এছাড়া শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সামাজিক নৈতিকতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাঁর নারীচরিত্রগুলো আত্মমর্যাদা, ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়বোধের মূল্যবোধ বহন করে, যা সমাজে ইতিবাচক আচরণ ও নৈতিক চেতনা বিকাশে সহায়ক। বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য পাঠ শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধ, লিঙ্গসমতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। নারীচরিত্রের মানবিক উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি সমাজকে আরও ন্যায়ভিত্তিক, সহানুভূতিশীল ও মানবিক করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

Findings of the Study (গবেষণালব্ধ ফলাফল)

1. শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলো বাস্তব ও মানবিক, যা সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি।

2. তাঁর সাহিত্যে নারীরা নীরব ভুক্তভোগী নয়; বরং তারা আত্মপ্রকাশ ও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়।

3. নারীচরিত্রের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যায় ও বৈষম্য স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

4. শরৎচন্দ্র নারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিবর্তে সহানুভূতিশীল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।

5. তাঁর সাহিত্য নারীমুক্তি ও সামাজিক সচেতনতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

Conclusion (উপসংহার)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্রের উপস্থাপন বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছে। তাঁর রচিত নারীরা কেবল প্রেমিক, স্ত্রী বা ত্যাগমূর্তি নয়; তারা আত্মমর্যাদা, মানবিকতা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতীক। তিনি নারীর কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা তাদের বেদনা, অনুভূতি, প্রতিবাদ ও সহনশীলতার বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশ করে।

শরৎচন্দ্র নারীকে সমাজের দমনমূলক কাঠামোর শিকার হিসেবে দেখিয়েছেন, কিন্তু একই সঙ্গে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও নৈতিক চেতনা তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, যা সমাজে লিঙ্গসমতা, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে প্রভাব ফেলেছে।

পরিশেষে বলা যায়, শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান ও কণ্ঠস্বরকে দৃশ্যমান করেছে। তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্ম কেবল সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্ব বহন করে। এটি পাঠককে নারীর মানবিকতা, অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে, এবং পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিক ও সমাজকর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

References

1. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। *দেবদাস*। কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স।

2. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। *শ্রীকান্ত*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

3. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। *চরিত্রহীন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

4. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। *গৃহদাহ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।

5. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। *পল্লীসমাজ*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

6. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। *নারীর মূল্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনিবাস।

7. বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক। *শরৎচন্দ্র: সমাজ ও সাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

8. মুখোপাধ্যায়, অমলেশ। *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নারীভাবনা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

9. সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

10. ভট্টাচার্য, বিমল। *বাংলা উপন্যাসে নারীচরিত্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

11. Ray, Mohit K. *Women in Bengali Literature.* New Delhi: Atlantic Publishers.

12. Sarkar, Susobhan. *Bengali Literature and Society.* New Delhi: Orient Longman.

13. Chowdhury, Indira. "Representation of Women in Sarat Chandra Chattopadhyay's Novels." *Indian Literature*, Sahitya Akademi.

14. Das, Sisir Kumar. *A History of Indian Literature, 1800–1910.* New Delhi: Sahitya Akademi.

15. Tharu, Susie & Lalita, K. (Eds.). *Women Writing in India.* New Delhi: Oxford University Press.

Citation: **Das. S.,** (2025) "নারীর কণ্ঠস্বর ও মানবিকতা : শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্মে নারীচরিত্রের বিশ্লেষণ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.